দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 07 2006

মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি কেউ

আন্দোলনের মুখে ১০ জন ভিসির ন্যক্কারজনক বিদায়

নিয়োগ দুর্নীতি : মন্ত্রী-এমপিদের রোষানল : আরো ৩ জনের অবস্থা টালমাটাল

সুলতান মাহমুদ

অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক অদক্ষতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয়করণ অভিযোগ, এমনকি চারিত্রিক স্খলনের গ্লানি চাপিয়ে জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্তত দশজন ভাইস-চ্যান্সেলরকে (ভিসি) মেয়াদপূর্তির আগেই ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদটির মর্যাদায় কালিমা লেপন করা হয়েছে। চরম অপমান-অপদস্থ করে ভিসি'র দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অভিযোগ সম্পর্কে কোন প্রকার তদন্ত বা কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়েই কাউকে কাউকে অপসারণ করা হয়েছে। চ্যান্সেলর কর্তৃক চার বছরের জন্য নিয়োগ দেয়ার পর এক বছর অতিক্রম করার আগেই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রধান পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ৮ মাস ২৭ দিনের মাথায় ন্যক্কারজনকভাবে বিদায় করা হয়েছে প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ

৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

১০ জন ভিসির ন্যক্কারজনক বিদায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চৌধুরীকে। বাকি নয়জনের মধ্যেও বেশীরভাগ ভিসি নির্দিষ্ট মেয়াদের অর্ধেক সময় যেতে না যেতেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকের মারমুখী তৎপরতা থেকে জীবন বাঁচাতে একাধিক ভাইস চ্যান্সেলরকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছে। একজন ভাইস-চ্যান্সেলরকে বাসভবন থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করেছে শিক্ষার্থীরা। আবার টেন্ডার, নিয়োগ, ভর্তিসহ নানাবিধ ইস্যুতে সরকারের ক্ষতাধর মন্ত্রী-এমপিদের হুকুম যথাযথভাবে তামিল করতে না পারার কারণেও কাউকে কাউকে অপমানজনকভাবে বিদায় করা হয়েছে। বাসভবন ও অফিসের বিদ্যুৎ পানি, গ্যাস ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে একজন ভিসিকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। ভিসি-প্রো-ভিসি'র দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'জনকেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অপসারণ করা হয়েছে। স্থানীয় এমপি'র রোষানলে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে। এমনও ঘটেছে যে, আকস্মিকভাবে দায়িত্বচ্যুত করার খবর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানার আগে জেনেছেন অন্যরা। আবার প্রথম দফার মেয়াদ পূর্ণের পর দ্বিতীয় দফার নিয়োগ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন ৩ জন ভিসি। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ অন্যতম। বাকি দুই 'সৌভাগ্যবান'-এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় চরম অব্যবস্থাপনা, আর্থিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপক তথ্য-প্রমাণ থাকলেও সরকারের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর নেতা-নেত্রীর নেকনজরের কারণে বহাল তবিয়তে রয়েছেন এ দু'জন। এ দু'জনের একজন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এরশাদুল বারী এবং অপরজন হচ্ছেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন মিঞা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এমপি-মন্ত্রীর রোষানলসহ নানা ইস্যুতে তীব্র আন্দোলন-... মোস্তাফিজুর রহমানকে। সরকারী দলের প্রভাবশালী সংসদ সদস্যের রোষানলে পড়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসম্মানজনকভাবে মেয়াদপূর্তির আগেই সরিয়ে দেয়া হয় প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমানকে। এর পর সেখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রফেসর রফিকুল ইসলামকে। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধেও শিক্ষক নিয়োগে চরম অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ করে তার অপসারণের দাবীতে আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনের মুখে তিনি মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেলেও মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কিছুই জানেন না। প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম এখনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে বহাল আছেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায় থেকে মন্তব্য করা হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট সরকারের নিয়োগকৃত প্রথম ভিসি প্রফেসর আবদুল কাদের ভূঁইয়াকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে এক রকম পালিয়ে আসতে হয়েছে। তার আগে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের ভেতরে ভিসির বাসভবনে হামলা চালিয়ে কাদের ভূঁইয়াকে চরম নাজেহাল করে। তার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং চারিত্রিক স্খলনেরও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সেই সাথে যুক্ত হয় ভিসি-প্রো-ভিসির দ্বন্দ্ব। সব মিলিয়ে কাদের ভূঁইয়াকে অপসারণের অল্প সময়ের ব্যবধানে সরিয়ে নেয়া হয় প্রো-ভিসিকেও। এর পর সেখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমানকে। সম্প্রতি সেখানের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আর এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে টালমাটাল পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানেও। সরকারী দলের প্রভাবশালী এমপি-মন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সহকর্মী শিক্ষকদের ষড়যন্ত্রের মুখে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদ হারিয়েছেন প্রফেসর শফিকুর রহমান। বলা হয়েছে, তার এ পরিণতির জন্য তিনি যতটা না দায়ী তার চেয়ে ঢের বেশী দায়ী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ... বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যের মর্যাদা এবং গুরুত্ব অনেক বেশী বিধায় সরকার তাকে ভিসির পদ থেকে সরিয়ে এনেছে।

সরকারের আদেশ-নির্দেশ মানতে গিয়ে সরকারেরই ভেতরের বিরোধী গ্রুপের রোষানলে পড়ে ২ বছর ১৪ দিনের মাথায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসির দায়িত্বচ্যুত হয়েছেন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আফতাব আহমেদ। তার আগে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের মুখে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী।

প্রভাবশালী মন্ত্রী ও তার নিকটাত্মীয়ের মন রক্ষায় ব্যর্থতার দায়ে নানা অভিযোগ চাপিয়ে আন্দোলনের মুখে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় করা হয়েছে প্রফেসর আবদুল হান্নানকে।

তবে এসব ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। বিএনপির একজন যুগ্ম মহাসচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় এক মন্ত্রীর একান্ত বাধ্যগত দুই ভিসি এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং এদের কর্মকাণ্ডে যারা প্রতিবাদ করেছেন তাদেরই নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়েছে। চাকরি হারাতে হয়েছে। নানা রকম হয়রানি ও নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে। এর বেশীর ভাগই ঘটেছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারের ক্ষমতাধর দুই প্রভাবশালীর একান্ত বাধ্যগত হওয়ায় এ দু'জন চার বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিয়োগ সময় বাড়ানো হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ এবং নানা অভিযোগ, আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে মেয়াদপূর্তির আগেই বিদায়কে অত্যন্ত অবমাননাকর ও অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষপদে বর্তমানে অধিষ্ঠ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, এ পর্যন্ত যাদের যেসব অভিযোগের কারণে মেয়াদপূর্তির আগেই বিদায় নিতে হয়েছে তার কোনটিরই তদন্তে কেউ দায়ী প্রমাণিত হননি। বেশ ক'জনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তই হয়নি। আন্দোলনের মুখে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে সরতে হয়েছে তাদের। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ধরনের দায়িত্বচ্যুতির ঘটনা অত্যন্ত গর্হিত। এতে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ...